দৈনিক বাংলা

তারিখ 0 2 FEB 1989
পৃষ্ঠা 5 ক 3

49

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি পরীক্ষায় জটিলতা

দেশের তথা উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম চালু রয়েছে। অর্থাৎ ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের উপর লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। এই ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর থেকে যথাক্রমে ৪% এবং ৬% নম্বর যোগ করে মেধা স্কোর তৈরী করে মেধানুসারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। এখন প্রশ্ন, এতে কি প্রকৃত মেধার পরিচয় পাওয়া যায়?

প্রথমতঃ দেশের অধিকাংশ পরীক্ষার কেন্দ্রে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের পরীক্ষার কেন্দ্রগুলোতে নকল হচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ভর্তির ক্ষেত্রে) ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর থেকে যথাক্রমে ৪% এবং ৬% নম্বর যোগ করার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা বেশী নম্বর পাওয়ার ইচ্ছায় নকল করতে বাধ্য হয়। কারণ, তা-না হলে তাদের স্কোর কমে আসবে। সুতরাং বলা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রচলিত নিয়মটি পরোক্ষভাবে নকলপ্রবণতাকে সাহায্য করছে।

তাই এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর থেকে যথাক্রমে ৪% এবং ৬% নম্বর ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ না করে শুধুমাত্র ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধা স্কোর তৈরী করলে ভাল ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে, প্রকৃত মেধার বিকাশ হবে এবং নকলপ্রবণতাও হ্রাস পাবে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন ছাত্রের এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষার সর্বমোট নম্বর (৬০০+৬০০)=১২০০। তা হলে তার স্কোর দাড়ায় (২৪+৩৬)=৬০।

অপর পক্ষে যদি অন্য একজন ছাত্র এসএসসি এবং এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় সর্বমোট (৭৫০+৭৫০)=১৫০০ নম্বর পায়। তা হলে তার স্কোর দাঁড়ায় (৩০+৪৫)=৭৫। এখন এই ১৫০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র যদি ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৫০ নম্বর পেয়ে সর্বশেষ অবস্থানে সুযোগ পায় তা হলে অপর ছাত্রটি (১২০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র) তার চেয়ে (১৫০০ নম্বর প্রাপ্ত ছাত্রের) ১৪·৯৯ নম্বর বেশী পেয়েও অর্থাৎ ৬৪·৯৯ পেয়েও সুযোগ পাবে না। এর চেয়ে বেশী দুঃখ তার শিক্ষা জীবনে কী হতে পারে? এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন।

—এ, বি, এম, মাহবুবুর রহমান